অবসরে যাওয়া পুলিশ সদস্যদের সুসজ্জিত গাড়িতে বাড়ি পাঠালেন চুয়াডাঙ্গার এসপি

চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে পিআরএল (অবসর) গমনকারী সহকর্মীদ্বয়কে আনুষ্ঠানিকতার সাথে সুসজ্জিত গাড়িতে করে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ধারাবাহিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখলো জেলা পুলিশ।

রবিবার সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় হতে পিআরএল (স্বেচ্ছায় অবসর),গমনকারী এএসআই (নিঃ) আব্দুল মজিদ ও কনস্টেবল মোঃ মশিউর রহমান কে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম কর্মজীবনে সততা, কর্মনিষ্ঠা ও সাহসীকতার সাথে অতিবাহিত করার জন্য তাদেরকে ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং আনুষ্ঠানিকতার সাথে সুসজ্জিত গাড়িতে করে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এএসআই(নিঃ) আব্দুল মজিদ ও কনস্টেবল মোঃ মশিউর রহমান চাকরি শেষে নিজ কর্মস্থল হতে এমন সম্মানজনক বিদায় পেয়ে অনেকটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তারা এমন আয়োজনের জন্য সুযোগ্য পুলিশ সুপার মহোদয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। চাকুরী হতে অবসরে যাবার শেষ দিনটাতে নিজ কর্মস্থল থেকে বাড়ি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতার সাথে সুসজ্জিত গাড়িতে করে বাড়িতে যাওয়া অবশ্যই প্রত্যেকটি পুলিশ সদস্যের জন্য অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের। এএসআই (নিঃ) আব্দুল মজিদ বলেন, চাকুরী জীবনে তো কত সহকর্মীকেই অবসরে যেতে দেখেছি কিন্তু তাদের অধিকাংশকেই নিরবে চলে যেতে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয় ভাগ্যবান।

এসময় আরো উপস্থিত থেকে বিদায় জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তাগণ।

শের আলী মিয়া ১১৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেশের সবচে প্রবীন ও বয়স্ক মানুষ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের শের আলী মিয়া হাওলাদার ইন্তেকাল করেছেন।

রোববার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১১৩ বছর। এ খবর নিশ্চিত করেন মহারাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম। জাতীয় পরিচয়পত্র মোতাবেক শের আলী মিয়া ১৯০৮ সালের ১৭ জুলাই (জাতীয় পরিচয়পত্র নং ৪৪১১৯৫৮৩৯৪৮৭০) জন্ম গ্রহন করেন।

গত ৯ জুলাই শের আলী মিয়ার ছেলে শহিদুল ইসলামের সঙ্গে কথা হলে তখন তিনি জানিয়েছিলেন জানান, তার পিতা আগের চেয়ে কম চলাফেরা করতে পারেন। হুইল চেয়ারে বসে সব কিছু করেন। খাওয়া দাওয়া আগের মতোই আছে। নিজে ওজু করে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। জীবনে কোন অসুখ বিসুখ তাকে স্পর্শ করেনি। শেষ জীবনে এসেও তিনি এক প্রাণবন্ত মানুষ।

জীবদ্দশায় শেল আলী মিয়া জানিয়েছিলেন, ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি সবেমাত্র কৈশর থেকে যৌবনে পা রেখেছেন। শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার রাহাপাড়া গ্রামে তারা বসবাস করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ভারত বর্ষ থেকে ব্রিটিশরা যখন সৈন্য সংগ্রহ শুরু করে, তখন শের আলী ও তার বড় মামা আমজাদ আলী সরদার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যদলে নাম লেখান। সে সময় তারা তাকে একটি সার্টিফিকেটও দেন, যেটি তার ছেলেরা হারিয়ে ফেলেছেন। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে তার মা-বাবাসহ বাড়ির সবাই কান্নাকাটি শুরু করেন।

যুদ্ধে যাওয়া বাধ্যতামুলক করে ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন জোট ফরমান জারী করলে শের আলী মিয়া ও তার বড় মামা তখন যুদ্ধে না গিয়ে পালিয়ে যান ভারতের বনগাঁর কাঠালিয়া গ্রামে। পরবর্তীতে সপরিবারে ভারতে বসবাস শুরু করেন। ভারত থেকে তিনি প্রায় শরীয়তপুরের রাহাপাড়া গ্রামে আসা যাওয়া করতেন।

আনুমানিক ২০/২২ বছর বয়সে তিনি পাশ্ববর্তী নলতা গ্রামের করম আলী

খুনকারের মেয়ে আছিয়া খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম পক্ষের এক কন্যা সন্তান হওয়ার পর স্ত্রীর আর কোন সন্তান হবে না জানতে পেরে তিনি নলতা গ্রামের তমিজ উদ্দীন মাঝির কন্যা রুপভান বেগমকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে ঘরে তোলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষে ৫ ছেলে ও ১ মেয়ে। ১৯৬৮ সালে ছোট স্ত্রী রুপভান ও ১৯৯৯ সালে বড় স্ত্রী আছিয়া খাতুন ইন্তেকাল করেন।

শের আলী মিয়ার ভাষ্যমতে, ১৯৪৬ সালে ভারতে পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে সম্পত্তি বিনিময় করে তিনি ৫ ভাই ও পিতা মাতার সাথে চলে আসেন যশোরের চৌগাছা উপজেলার ভাদড়া গ্রামে। ভাদড়া গ্রামে এসে দেখেন মুসলিমদের নামাজ পড়ার কোন মসজিদ নেই। ১০/১৫ ঘর মানুষের বেশির ভাগ মুসলিম হিন্দু রীতি অনুসরণ করেন। এ সব দেখে তিনি নিজের ইমান আকিদা রক্ষা করতে চলে আসেন ঝিনাইদহের কুলবাড়িয়া গ্রামে।

এলাকার চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম রোববার বিকালে জানান, পারিবারিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের সবচে প্রবীনতম ব্যক্তি শের আলীর জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হবে। তিনি দুঃখ করে বলেন, গিনেজ বুক অব ওয়ার্ড রেকর্ডস এ নাম ওঠানো আমাদের দাবী ছিল। কিন্তু সেটা আর হলো না।

ঝিনাইদহে যুবলীগের মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন

শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে ঝিনাইদহে মাসব্যাপী দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে শহরের এইচএসএস সড়কের জেলা যুবলীগের কার্যালয় চত্বরে ভার্চুয়ালি এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় যুব লীগের যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত পাল ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল আল সোহাগ।

এসময় ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন, যুগ্ম-আহবায়ক রাশিদুর রহমান রাসেল, যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, হাফিজুর রহমান, রাজু আহম্মেদ, সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক শাহ মোঃ ইব্রাহীম খলিল রাজা, পৌর যুবলীগের আহবায়ক কাজী জাহিদ হাসান দিপুল, জেলা যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলমসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে শতাধিক মানুষের মাঝে খাবার তুলে দেন নেতৃবৃন্দ। আয়োজকরা জানান, মাসব্যাপী শহরের চলাচলকারী ইজিবাইক, রিক্সা, ভ্যান চালক, দিনমজুরসহ দুস্থ মানুষের মাঝে জেলা যুবলীগের পক্ষ থেকে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে ৪ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর শহরের ষ্টেডিয়ামপাড়া থেকে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের ষ্টেডিয়ামপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর পৌর শহরের ষ্টেডিয়াম পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে, রায়হান খাঁ (৫৬), মোমিন খাঁ (৩৮), রায়হান খাঁর ছেলে টুটুল খাঁ (২৯), মল্লিকপাড়ার রমেশ ক্লিনিক এলাকার শাহাদাৎ হোসেনের ছেলে চঞ্চল (৩৮)।

ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, জেলার বিভিন্ন জায়গায় চলমান মাদকবিরোধী অভিযান এর ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, শহরের ষ্টেডিয়াম পাড়ায় মাদকের কারবার চলছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই (নি:) বিশ্বজিৎ সরকার এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, এসআই হাবিবুর রহমান, এসআই মুক্ত রায় চৌধুরী পিপিএম, এএসআই (নি:) মাহতাব উদ্দিন, এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএস আই আহসান হাবীবসহ ডিবি পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় ০৬ গ্রাম হেরোইন ও হেরোইন বিক্রয়ের ৪৬৫০ টাকা সহ আটক তাদের আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায়

নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আরও মাদকের মামলা বিচারাধীন আছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে তানজিল ফিরে পেলো তার বাবা-মাকে

চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম পেশাগত দায়িত্ব এর পাশাপাশি সকল প্রকার সামাজিক দায়িত্ব নিজেই তত্ত্বাবধায়ন করে সমাধানের চেষ্টা করছেন।

চুয়াডাঙ্গায় পরিচিত হয়ে উঠেছেন মানবিক পুলিশ সুপার। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা’র দামুড়হুদা থানাধীন সুবলপুর গ্রামের মোঃ বেল্টু (২৮) এবং দর্শনা থানাধীন সদাবরী গ্রামের বর্না খাতুন
(২৪) ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ২০১১ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সংসার জীবনে তানজিল হোসেন(৫) নামে একটি শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুখে স্বাচ্ছন্দে চলছিল তাদের সুখের সংসার। স্বামী-স্ত্রীর সামান্য মতবিরোধ ও মান-অভিমানের কারণে সুখের সংসারে ভাঙ্গন ধরে। বেল্টু সিদ্ধান্ত নেয় বিচ্ছেদের। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ঘটনা সংক্রান্তে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

রবিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার দিক-নির্দেশনায় ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ এর মধ্যস্থতায় এএসআই মোসলেম উদ্দিন উক্ত অভিযোগের তদন্তভার গ্রহণ করে স্বামী- স্ত্রী উভয়কে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অবশেষে স্বামী স্ত্রী তাদের ভুল বুঝতে পারেন। একপর্যায়ে তারা ফিরে পায় তাদের সুখের সংসার এবং অবুঝ শিশু তানজিল ফিরে পায় তার বাবা মাকে।

মেহেরপুরে জেলা পরিষদের উদ্যেগে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা অব্যাহত রয়েছে।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর উপজেলার বামন পাড়া মোড় থেকে শুরু করে বন্দর, চকশ্যামনগর, মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান ও মুজিবনগরের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় ও পথচারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থেকে এসকল সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় তিনি বলেন, বিশ্বের প্রতিটা দেশের মতোই আমাদের বাংলাদেশ ও এই করোনা মহামারীর মোকাবেলা করছে। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রতিটি মানুষকেই মাস্ক পরিধান করতে হবে, সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তাই আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষের মাঝে মাস্ক, স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ এবং সাবান দিয়ে আসছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমরা মাস্ক যখন দিচ্ছি তখন সবাই মুখে না দিয়ে হাতে রেখে দিচ্ছেন। এটা শুধু আপনার ক্ষতি নয়, আমাদের ক্ষতি আমাদের দেশের ক্ষতি।

তিনি আরো বলেন, আমরা এই করোনা যুদ্ধ জয় করতে পারি মাস্ক পরিধানের মাধ্যমে। মাক্স ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। বাড়িতে বের হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সকলকেই মাস্ক পরিধান করতে হবে। এ সময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান সহকারীী জিল্লুর রহমান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের গোপনীয় সহকারী শাহীন ইকবাল এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য আজিমুল বারী মুকুল এবং মোছাঃ নার্গিস আরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে করোনাকালে জেবিএফ ফাউন্ডেশনের নানা কর্মকান্ড

দেশে মহামারী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে অতিতের যে কোন সময়ের মতো সেচ্ছাশ্রমে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ)অসহায় হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাড়িয়েছে।করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে শহর থেকে গ্রামে সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রচার প্রচারনা ,মাস্ক বিতরণসহ বিভিন্ন ধরনের পরিস্কার পরিছন্নতা,ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধে সচেতনতা, খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ বহুমুখী কর্মসূচী পরিচালনা করছে।সেচ্ছাশ্রমে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্◌্◌ের ভর্তিরত করোনায় আক্রান্ত রোগীদের দিন রাত সেবা করে চলেছে এবং হাসপাতালে টিকা দিতে আসা রোগীদের সহযোগিতা করে চলেছে তারা শুধু তাই নয় উপজেলার মধ্যে বিনামুল্যে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য চালু করেছেন একটি হটলাইন ফোন দিলেই পৌছে যাবে বাড়িতে অক্সিজেন। কেউ করোনায় আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করছেন নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতামুল তথ্য প্রচার করে চলেছে।

জীবননগরে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে মোমবাতি প্রজজ্জলন

জীবননগরে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সন্ধার সময় জীবননগর শহরের মেইন বাসষ্ট্যান্ড চত্বরে সেচ্ছাসেবী সংগঠন জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশনের (জেবিএফ) এর

আয়োজনে শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিবসে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বরণে এ মোমবাতি প্রজ্জলন অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ) এর সভাপতি মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু,সাধারন সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন, জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ) এর উপদেষ্ঠা সাংবাদিক মাজেদুল মিল্টন, যুগ্ন সম্পাদক তুহিনুজ্জামান,সদস্য সাদিয়া, রাহুল,মাহাবুল,সাকিব হাসনাত মুন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেনজীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ)এর সহ-সভাপতি চাষী রমজান।

জীবননগরে সিএনজি ,ইজিবাইক চালকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ -এমপি টগর

জীবননগর উপজেলার ৫শতাধিক শ্রমিকের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।বরিবার বেলা ১২টার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে জীবননগর উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া সিএনজি,ইজিবাইক চালকদের মাঝে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসাবে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার পাশাপাশি ,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর ব্যাক্তিগতভাবে জীবননগর উপজেলার৫শতাধিক সিএনজি,ইজিবাইক চালকদের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর ।উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানা আওয়ামলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তজা,সাধারন

সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন,সাধারন সম্পাদক ও পৌর সভার সাবেক মেয়ল জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ ।।

কুমারখালীতে স্ত্রীর মাথার চুল তুলে ফেলে তিন তালাক দিল স্বামী

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে স্ত্রীর মাথার চুল টেনে তুলে মুখে তিন তালাক দিয়েছেন স্বামী।

উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চর মহেন্দ্রপুর গ্রামে গত শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে।

শনিবার রাতে অসুস্থ স্ত্রী মাহফুজা খাতুনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন তার বাবা সাহেব আলী।

নির্যাতনকারী স্বামী জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চড় মহেন্দ্রপুর গ্রামের মৃত ময়না শেখের ছেলে আলিম শেখ (৪০)।

নির্যাতনের শিকার দুই সন্তানের জননী মাহফুজা খাতুন জানান, টিউবওয়েল মেরামত করাকে কেন্দ্র করে তার স্বামী সাহেব আলী তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলে সে প্রতিবাদ করে। তখন তার স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে মুখে তিন তালাক দিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে থাকে। সে সময় তার চুলের মুঠো ধরে টানাহেঁচড়া করে তার স্বামী; তখন পরিবারের অন্যরা এসে তাকে উদ্ধার করেন।

তিনি জানান, পরবর্তীতে তিনি দেখেন তার মাথার চুল গোড়া থেকে উপরে তার স্বামীর হাতে রয়ে গেছে।

তিনি আরও জানান ১ মাস পূর্বে তার স্বামী কাঁচি দিয়ে তার মাথার বেশ কিছু চুল কেটে নেয়। যে কারণে তিনি বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ব্র্যাক এনজিওর মাধ্যমে তার স্বামী তাকে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে কুমারখালী থানার ওসি কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।